ডিভাইস ও ডাটার নিরাপত্তায় ফ্রি না পেইড অ্যান্টিভাইরাস?

কমপিউটার ও মোবাইল ফোনের নিরাপত্তায় অ্যান্টিভাইরাসের কোনো বিকল্প নেই। সাম্প্রতিক র‍্যানসমওয়্যার ও একের পর এক সাইবার হামলায় এ কথা প্রমাণিত। কিন্তু কোন অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করব? গুগল করেই কিংবা ব্রডব্যান্ডের এফটিপি সার্ভারে ঢুঁ মেরে যখন অসংখ্য ফ্রি অ্যান্টিভাইরাস পাওয়া যাচ্ছে, তখন পকেটের টাকা খরচ করে লাইসেন্সড অ্যান্টিভাইরাস কেনার আদৌ প্রয়োজন আছে কি না? এসব যুক্তি-পাল্টাযুক্তির মধ্য থেকে চলুন খুঁজে নেই কমপিউটার ও মোবাইল ফোন এবং তাতে রক্ষিত ডাটার নিরাপত্তায় কোন ধরনের অ্যান্টিভাইরাস প্রয়োজন।

প্রথমত, যেসব ফ্রি অ্যান্টিভাইরাস সচরাচর আমরা ব্যবহার করে থাকি, বাজারে সবগুলোরই পেইড ভার্সন রয়েছে। তাহলে ফ্রি অ্যান্টিভাইরাস দিয়ে তাদের লাভ? সাধারণত ব্যবহারকারীদের আগ্রহের পরিমাণ ও ব্রাউজিং অভ্যাস জানার জন্যই বিভিন্ন সফটওয়্যারের ফ্রি ভার্সন উন্মুক্ত করা হয়। এসব ফ্রি সফটওয়্যার যে একেবারেই কাজ করে না, তা নয়। কিছু সফটওয়্যার ট্রায়াল পিরিয়ড পর্যন্ত সম্পূর্ণ সুবিধা দেয় ও ট্রায়াল শেষে সীমিত সুবিধায় বেসিক প্রোটেকশন দেয়। এ সময় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে লাইসেন্স কেনার জন্য উৎসাহিত করাও বিপণনের একটি অংশ হিসেবে চালু থাকে এসব ফ্রিওয়্যারে।

দ্বিতীয়ত, ফ্রি অ্যান্টিভাইরাসসমূহে ব্যবহারকারীর ডাটা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার ফলে এসবের রিসোর্স ফাইল আকারে অনেক বড় হয় বলে এর মাঝে 'পিসি স্লো হয়ে যাওয়া'র মতো ঘটনা ঘটে থাকে।

> ফ্রি ও পেইড অ্যান্টিভাইরাসের সবচেয়ে বড় পার্থক্য ভাইরাস ও ম্যালওয়্যার শনাক্ত ও অপসারণের হারে। লাইসেন্সড অ্যান্টিভাইরাস যেখানে গড়ে ৯৬.২ শতাংশ ভাইরাস শনাক্ত করতে পারে, ফ্রি অ্যান্টিভাইরাসে এই হার মাত্র ৬৫.২ শতাংশ! এ ছাড়া লাইসেন্সড অ্যান্টিভাইরাস যখন শনাক্ত করা ভাইরাসের প্রায় সবটুকুই অপসারণ করতে পারে, ফ্রি অ্যান্টিভাইরাস সেখানে অপসারণ করতে পারে শুধু ৩৪ শতাংশ।

ফ্রি ও পেইড অ্যান্টিভাইরাসের সবচেয়ে বড় পার্থক্য ভাইরাস ও ম্যালওয়্যার শনাক্ত ও অপসারণের হারে। লাইসেন্সড অ্যান্টিভাইরাস যেখানে গড়ে ৯৬.২ শতাংশ ভাইরাস শনাক্ত করতে পারে, ফ্রি অ্যান্টিভাইরাসে এই হার মাত্র ৬৫.২ শতাংশ! এ ছাড়া লাইসেন্সড অ্যান্টিভাইরাস যখন শনাক্ত করা ভাইরাসের প্রায় সবটুকুই অপসারণ করতে পারে, ফ্রি অ্যান্টিভাইরাস সেখানে অপসারণ করতে পারে শুধু ৩৪ শতাংশ।

আগেই বলা হয়েছিল, ফ্রি অ্যান্টিভাইরাসসমূহে শুধু বেসিক স্ক্যানিং ফিচার থাকে, কিন্তু লাইসেন্সড ভার্সনসমূহে সব ধরনের ভাইরাস ও ম্যালওয়্যার সুরক্ষার পাশাপাশি অ্যান্টি-রুটকিট, ইউএসবি স্ক্যানিং, অ্যাডভান্সড প্যারেন্টাল কন্ট্রোলসহ অ্যান্টি-স্প্যাম, অ্যান্টি-ফিশিং, সেফ ব্রাউজিং এবং পিসি টিউন-আপ ইত্যাদি সুবিধা সংযুক্ত থাকে! এমনকি লাইসেন্সড মোবাইল সিকিউরিটির মাঝে বাংলাদেশের নিজস্ব অ্যান্টিভাইরাস রিভ অ্যান্টিভাইরাসের রিভ মোবাইল সিকিউরিটি ব্যবহারে আপনি চাইলে দূর থেকেও আপনার ফোনের অ্যাকসেস কন্ট্রোলের পাশাপাশি হারিয়ে গেলে বা চুরি হলে ঘরে বসে নিজেই ট্র্যাক করতে পারবেন।

এ ছাড়া কমপিউটার/মোবাইল ফোন ইত্যাদি সার্বক্ষণিক জীবনযাত্রায় জড়িত বলে যেকোনো সময় সমস্যার মুখোমুখি হলে শুধু লাইসেন্সড অ্যান্টিভাইরাসেই সাপোর্ট সেন্টারের সাহায্য পাওয়া যায়। তাই আপনার কমপিউটার ও মোবাইল ফোনের নিরাপত্তার জন্য সামান্য কিছু টাকা বাঁচাতে 'ফ্রি' নয়, বাজার থেকে দেখে-শুনে যাচাই করে ভালো মানের অ্যান্টিভাইরাস কিনে ব্যবহার করুন ও থাকুন নিশ্চিন্ত! কজ

বিনামূল্যে কমপিউটার জগৎ-এর পুরনো সংখ্যা

কমপিউটার জগৎ। দেশের প্রথম বাংলা তথ্যপ্রযুক্তি সাময়িকী। বিগত ২৬ বছর ধরে কোনো রকম বিরতি ছাড়া আমরা এটি প্রকাশ করে আসছি। সেই সূত্রে এটি বাংলাদেশের সিকি শতাব্দীর তথ্যপ্রযুক্তি ও নানা ঘটনাপ্রবাহের দলিল। কমপিউটার জগৎ বরাবর বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের এক হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত। আমরা চাই বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির অনন্য ইতিহাস বৃহত্তর পাঠক সমাজের কাছে পৌঁছে যাক। তাই আমরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পাঠাগারকে বিনামূল্যে কমপিউটার জগৎ-এর পুরনো সংখ্যার সেট উপহার দিতে চাই।

পুরনো সংখ্যা পেতে আগ্রহী পাঠাগারকে এ ব্যাপারে কমপিউটার জগৎ-এর প্রকাশক বরাবর আবেদনের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। আবেদনের সাথে অনূর্ধ্ব ১০০ শব্দের পাঠাগার পরিচিতি সংযোজন করতে হবে। পাঠাগারের মনোনীত ব্যক্তি আবেদন ও আইডি কার্ডসহ নিম্ন ঠিকানায় উপস্থিত হয়ে পুরনো ১২ সংখ্যার একটি সেট হাতে হাতে নিয়ে যেতে পারবেন।

যোগাযোগের ঠিকানা

বাড়ি নং-২৯, রোড নং-৬, ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৫।

মোবাইল : ০১৭১১৫৪৪২১৭